



## DU in Media

16 December 2024

০১ পৌষ ১৪৩১

### The New Nation



Vice-Chancellor of Dhaka University Professor Niaz Ahmed Khan pays tributes to the martyred intellectuals by placing a wreath at the Martyred Intellectuals Memorial at Mirpur on Saturday. ■ NN photo



## The Daily Star

POST-AUGUST 5

# DU halls no longer students' nightmare

SIRAJUL ISLAM RUBEL

Molla Taimur Rahman was enrolled at Dhaka University in 2022 and had landed himself a seat in Sir AF Rahman Hall as a residential student.

His first year, however, was one that still haunts him, as Chhatra League leaders, who controlled the halls at the time, subjected him to both physical and mental torture.

It began with allegations of "violating" an unwritten rule prohibiting first-year students from speaking to seniors without permission from BCL.

"We were controlled by them," he recalled, adding that he initially fled the dorm after being threatened.

Taimur had lodged a formal complaint in this regard with the hall administration, and the media too reported on his case.

BCL then contacted him, urging him to return to the hall and saying he would be safe. "They contacted my parents and asked them to persuade me to come back .... I returned but only for two days due to intense pressure from BCL to withdraw my complaint.

"I was threatened again, and my friends were instructed by [BCL leaders] to stay away from me or they too would be punished."

Ultimately, no one stood by Taimur in front of the probe committee due to continuous threats from BCL leaders.

"My parents suffered as well. I will never forget those difficult days."

From being forced to attend political meetings to having voices silenced or even being physically and mentally tortured in the infamous "gonorooms" -- this is what the first-year and second-year residential students of Dhaka University would have to encounter when the halls were controlled by Chhatra League leaders during the 15-year-long Awami League regime.

Things, however, began changing after the fall of the AL government on August 5, as most BCL leaders, many of whom were non-students, had left.

"Even when I would be studying in the reading room or resting after lunch, they [BCL activists] would force me to take part in political activities every day," said Asad of DU's Bijoy Ekattor Hall.

"There's no one here now to force us into political meetings. We now feel free in the dormitory. We can chat with friends and focus on our studies."

This correspondent spoke to at least 30 students from various dormitories and they said that positive changes have been noticed.

In the absence of BCL, the hall seat crises have eased, with the administration now being able to fairly distribute seats among regular students.

"Students can now voice their concerns

SEE PAGE 6 COL 5

**In the absence of BCL, the hall seat crises have eased, with the administration now being able to fairly distribute seats among regular students.**



## DU in Media

16 December 2024

০১ পৌষ ১৪৩১

খ

# DU halls no longer students' nightmare

FROM PAGE 16

when they notice irregularities in the dorms," said Abdul Jabber, a resident student of Surja Sen Hall.

"Earlier, if students raised their voices against the irregularities, Chhatra League leaders would interrogate and torture them in the gonoroom [guest room]."

Hafizul Islam, of the same hall, said, "Now, when a student falls ill, the hall provost even sends fruits if informed. The administration consults the students before making decisions, and the relationship between the students and administration has improved."

Additionally, house tutors now visit the halls every month to address the students' problems -- a practice that had been missing for a long time at DU dorms.

These tutors are responsible for students' education and well-being, but they were rarely present before, leaving students unsure of where to turn for help.

The change is also reflected in the dormitories' study spaces. Students now have enough space to study in the reading rooms, which were previously overcrowded with job-seekers.

"The rooms are also cleaner and better furnished now," said Arif Hossain, a student of Fazlul Huq Muslim Hall.

Mohammad Shahin Khan, provost of Kabi Jasimuddin Hall, also acknowledged these changes.

"We can now manage the hall and distribute seats among students systematically without political interference. It was difficult before because of that interference. Now, as hall authorities, we can do our jobs properly."

He also mentioned that canteen managers and vendors inside dorms no longer have to provide food to political leaders for free.

"I haven't received a single complaint about this since the changes."

### POSITIVE CHANGES SPARK HOPE

From among freshers to master's students, there is now a renewed sense of

hope that campus politics will not align with students' expectations through the positive changes and actions taking place since August 5.

The DU authorities have launched several initiatives, including a bus service for students on campus, efforts to reduce traffic on and around the campus, and measures to ensure student safety.

Meanwhile, members of the Anti-Discrimination Student Movement have been distributing blankets to students for the winter, as well as offering health services and computer training programmes.

Abdul Kader, a key coordinator of the platform, said, "Students were once controlled by Chhatra League. The leaders forced them to participate in rallies, meetings, and personal tasks against their will. Now, students are free from that culture. They are given the dignity they deserve. We hope this trend continues."

Salma Nasrin, provost of Sufia Kamal Hall, said, "Positive changes are now

visible. We're now trying to solve any problems by attaching importance to the opinions of the hall's students. No one is now forcing girls to attend political programmes. The gonorooms have been abolished. The female students now feel safe and free here."

**HALL FOOD STILL POOR**  
For years, low-quality food has been served in the hall canteens and students believed that this would change too.

When canteen owners were earlier questioned about the poor quality of food, they would blame BCL leaders, who would not pay for food and extort money from the canteen.

But even now, the residential students claimed the food remains the same as before.

Abdul Kader said, "It's time to improve the quality of the food served in the halls for the sake of the students' welfare. Even though the canteen owners have been changed, the food has not. If needed, the entire system [of canteens] will have to be changed."



## মানবজমিন



### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের গোল্ডেন জুবিলি ও গ্র্যান্ড রিইউনিয়ন উদযাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের গোল্ডেন জুবিলি ও গ্র্যান্ড রিইউনিয়ন। শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল প্রে-গ্রাউন্ডে এই উদযাপন হয়। এর আগে ৭ই ডিসেম্বর শুরু হয় সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন- অন্তর্ভুক্ত সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন- ঢাবি উপাচার্য প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান। উদ্বোধনী বক্তব্য দেন- ঢাবি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সাবেক প্রফেসর ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ বক্তা ছিলেন- প্রফেসর ড. মো. শরীফুল আলম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মার্কেটিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন অকিজ গ্রুপের চেয়ারম্যান সেখ নাসির উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ও ঢাবি মার্কেটিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এবিএম শহিদুল ইসলাম। এদিন কর্মসূচির মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক আয়োজন, আজীবন সম্মাননা, পুরস্কার বিতরণ ও র্যাফেল ড্র। অনুষ্ঠানে মার্কেটিং বিভাগের সকল শিক্ষক, অ্যালামনাই এর সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞপ্তি

## আলোকিত বাংলাদেশ

# ঢাবি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

### ● সভ্যতা ও সংস্কৃতি ডেস্ক :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২৭ নভেম্বর ২০২৪ বুধবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. মুমিত আল রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক

বিদিশা, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং ঢাকাই ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান স্বাগত বক্তব্য দেন। সহযোগী অধ্যাপক মো. আহসানুল হাদী অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে হৃদয় রায় ও জেরিন আফরোজ এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষে মিতু আক্তার ও মো. খায়রুজ্জামান বক্তব্য রাখেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ



আহমদ খান নবীন শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করেন। তিনি বলেন, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রায় ৬০০ বছরের পুরোনো। সমৃদ্ধ এই ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য

চর্চায় সহায়তার জন্য তিনি ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ এবং ইরান দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক

অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'দেশের জনগণের গভীর মেলবন্ধন রয়েছে। দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়া, ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের এমএ শ্রেণিতে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।